প্রস্তাবিত "সড়ক পরিবহন আইন ২০১৮" এর খসড়াকে অধিকতর যুগোপযোগী ও শক্তিশালী করার লক্ষ্যে সড়ক নিরাপত্তা বিষয়ক মাল্টি-স্টেক-হোল্ডার গ্রুপ সেইফ রোডস অ্যাণ্ড ট্রান্সপোর্ট এলায়েন্স শ্রোতা) কর্তৃক প্রণীত

সুপারিশমালা

অ্যাডভোকেসি ফর সোশ্যাল চেঞ্জ

প্রস্তাবিত "সড়ক পরিবহন আইন ২০১৮" এর
খসড়া কে অধিকতর যুগোপযোগী ও শক্তিশালী করার লক্ষ্যে

সড়ক নিরাপত্তা বিষয়ক মাল্টি-স্টেক-হোল্ডার গ্রুপ
সেইফ রোডস অ্যান্ড ট্রান্সপোর্ট এলায়েন্স শ্রোতা)*
কর্তৃক প্রণীত সুপারিশমালা

আহ্বায়ক	:	ড. হোসেন জিল্লুর রহমান, অর্থনীতিবিদ, নির্বাহী চেয়ারম্যান, পিপিআরসি
সচিবালয়	:	ব্র্যাক সড়ক নিরাপত্তা এডভোকেসি প্রোগ্রাম
সদস্য	:	সৈয়দ আবুল মকসুদ, লেখক ও গবেষক
সদস্য	:	আসিফ সালেহ, নিসিয়র ডিরেক্টর, ব্র্যাক
সদস্য	:	অধ্যাপক শামসুল হক, নিরাপদ সড়ক বিশেষজ্ঞ, বুয়েট
সদস্য	:	ইলিয়াস কাঞ্চন, চেয়ারম্যান, নিরাপদ সড়ক চাই
সদস্য	:	সারা হোসেইন, ব্যারিস্টার, অবৈতনিক নির্বাহী পরিচলক, ব্লাস্ট
সদস্য	:	ডা. হুমায়ুন কবির চৌধুরি, প্রেসিডেন্ট, বাংলাদেশ সোসাইটি ফর ইমারজেন্সি মেডিসিন
সদস্য	:	ড. এ.কে.এম. ফজলুর রহমান, নির্বাহী পরিচালক, সেন্টার ফর ইনজুরি প্রিভেনশন অ্যান্ড রিসার্চ, বাংলাদেশ (সিআইপিআরবি)
সদস্য	:	মোঃ ফারুক তালকদার সোহেল, চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ বাস ট্রাক ওনার্স এসোসিয়েশন
সদস্য	:	মোকলেছুর রহমান, সাংগঠনিক সম্পাদক, বাংলাদেশ রোড ট্রান্সপোর্ট শ্রমিক ফেডারেশন
সদস্য	:	মোঃ মোজাম্মেল হক চৌধুরী, মহাসচিব, বাংলাদেশ যাত্রী কল্যাণ সমিতি
সদস্য	:	কেএএম মোর্শেদ, ডিরেক্টর, এডভোকেসি ফর সোস্যাল চেঞ্জ, ব্র্যাক

১. পূর্বকথা

- বাংলাদেশে দ্রুত নগরায়ণ ও সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের পরিপ্রেক্ষিতে সড়ক পরিবহন খাতের গুরুত্ব বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। এই অতি গুরুত্বপূর্ণ খাতের সুষ্ঠু ও নিয়ন্ত্রিত বিকাশের স্বার্থে আধুনিক নিরাপদ সড়ক পরিবহন ব্যবস্থাপনার একটি শক্তিশালী আইনি কাঠামোর প্রয়োজন। কারণ সড়ক দুর্ঘটনা এক নূতন মহামারী হিসেবে জনজীবনকে আতঙ্কগ্রস্থ করে রেখেছে। ।
- সড়ক পরিবহন খাতের আইন কাঠামো উন্নতি লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার মোটর ভেহিকেল অর্ডিনেন্স (এমভিও) ১৯৮৩ আধুনিকায়নে উদ্যোগী হয়েছে। এই লক্ষ্যে দুটি আইন তৈরি হচ্ছে যার মধ্যে "বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ আইন ২০১৭" নামে একটি আইন ইতোমধ্যে জাতীয় সংসদে পাস হয়েছে । দ্বিতীয়ত আইনটি "সড়ক পরিবহন আইন ২০১৮" নামে একটি প্রস্তাবিত খসড়া প্রস্তুতি প্রক্রিয়ার মধ্যে আছে।
- মাল্টি স্টেক-হোল্ডারের পর্যালোচনা ও ওয়ার্কিং গ্রুপের নিবিড় গবেষণার মধ্য দিয়ে শ্রোতা প্রস্তাবিত সড়ক পরিবহন (খসড়া) আইন ২০১৮-কে অধিকতর যুগোপযোগী ও শক্তিশালী করার লক্ষ্যে বিভিন্ন ধরনের ঘাটতি ও দুর্বলতা সনাক্ত করে একটি সুপারিশমালা প্রস্তুত করেছে ।

সড়ক পরিবহন আইন, ২০১৮ এর উপর সুপারিশমালা

সুপারিশ ১

---

* **শ্রোতা:** সড়ক দুর্ঘটনা প্রতিরোধ সচেতনতা আনা ও এর সামগ্রিক ব্যবস্থাপনায় উন্নয়ন ঘটানোর লক্ষ্যে গঠিত 'সেইফ রোডস অ্যান্ড ট্রান্সপোর্ট এলায়েন্স (শ্রোতা)' একটি জোট যেখানে অর্ন্তভূক্ত আছে-ব্র্যাক, নিরাপদ সড়ক চাই, পাওয়ার অ্যান্ড পার্টিসিপেশন রিসার্চ সেন্টার (পিপিআরসি), বাংলাদেশ বাস-ট্রাক ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন, বাংলাদেশ যাত্রী কল্যাণ সমিতি ও বাংলাদেশ সোসাইটি ফর ইমার্জেন্সি মেডিসিন, বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশন। এর আহ্বায়ক ড. হোসেন জিল্লুর রহমান, অর্থনীতিবিদ ও সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা ও সচিবালয় ব্র্যাক সড়ক নিরাপদ এডভোকেসি প্রোগ্রাম।

বিষয়	সুপারিশ
আইনের শিরোনাম - সড়ক দুর্ঘটনায় জান-মালের ক্রমবর্ধমান ক্ষয়ক্ষতি আমাদের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির জন্য হুমকি স্বরূপ। সুতরাং পরিবহনের সাথে "নিরাপত্তা"র বিষয়টি আইনের সকল বিধানের সাথে সমন্বয় করা প্রয়োজন।	• তাই আইনটির শিরোনাম 'সড়ক পরিবহন আইন, ২০১৮' এর পরিবর্তে **'সড়ক পরিবহন ও সড়ক নিরাপত্তা আইন, ২০১৮'** নামকরণ করার প্রস্তাব করা যাচ্ছে।

সুপারিশ ২

বিষয়	সুপারিশ
উদ্দেশ্য - 'প্রস্তাবনা' ব্যতীত একটি আইনের মূল উদ্দেশ্য জানা দুষ্কর/দুরূহ। এর অভাব আইনের প্রয়োগে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে।	• কাজেই আইন প্রয়োগকারী সহ সংশ্লিষ্ট সকলের সুবিধার্থে এই আইনটিতে নিম্নোক্ত প্রস্তাবনাটি অর্ন্তভূক্ত করতে সুপারিশ করা যাচ্ছে: "বাংলাদেশে একটি পরিকল্পিত, নির্ভরযোগ্য, নিরাপদ, জনবান্ধব ও আধুনিক সড়ক পরিবহন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এই আইন প্রণীত হইল। আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে সড়ক ব্যবস্থাপনায় জড়িত সকল কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণমূলক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তে সেবামূলক মনোভাব প্রতিষ্ঠা করা এবং সংবিধানে বিধৃত মানবিক মর্যাদা, রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি ও মৌলিক অধিকারসমূহ সমুন্নত রাখা এর অন্যতম উদ্দেশ্য।"

সুপারিশ ৩

বিষয়	সুপারিশ
যেসকণ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় অর্ন্তভূক্ত করা হয়নি/বাদ পড়ে গিয়েছে	• **The Motor Vehicles Ordinance 1983 এর অপরিহার্য / বাদ যাওয়া কিছু বিষয় অর্ন্তভূক্তকরণ:** ১৯৮৩ সালের মটরযান অর্ডিনেন্সের পরিশিষ্টে উল্লিখিত বিভিন্ন ফরম, মেডিকেল অযোগ্যতা, লাইসেন্স প্রদান করার উদ্দেশ্যে চালকের পরীক্ষা গ্রহণ পদ্ধতি, সড়ক চিহ্ন ইত্যাদি বিষয়াবলি প্রস্তাবিত খসড়ায় অর্ন্তভূক্ত করা হয়নি। অথচ এ সকল বিষয় ব্যতীত আইনটির সঠিক প্রয়োগ ও বাস্তবায়ন অসম্ভব। সুতরাং এ সকল বিষয় প্রণীতব্য বিধিমালায় অর্ন্তভূক্ত করে একই সাথে প্রকাশ করার সুপারিশ করা যাচ্ছে। • **নিবারণমূলক বিধানাবলি:** ক. নিরাপদ যানবাহন ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে চালক-কন্ডাক্টর ও যানবাহন ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে মালিকের দায়িত্ব সুনির্দিষ্টকরণ; খ. গণসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থা গ্রহণ; গ. যানবাহনে প্রাথমিক চিকিৎসা সরঞ্জাম সংরক্ষণকরণ; ঘ. যানবাহনের গঠন ও স্থাপত্য কৌশল সকল শ্রেণির (নারী, শিশু, প্রতিবন্ধী ইত্যাদি) যাত্রী-বান্ধবকরণ। • **আইনে অসংজ্ঞায়িত টেকনিক্যাল টার্মগুলোর সংজ্ঞা:** খসড়া আইনে কিছু টেকনিক্যাল টার্ম অর্ন্তভূক্ত করা হয়েছে যাদেরকে সংজ্ঞায়িত করা হয়নি যেমন ধারা ৪৪-এ মহাসড়কের ও ধারা ২৬ (৫) এ রঙচটা, বিবর্ণ, জরাজীর্ণ কিংবা ঝুঁকিপূর্ণ ও ক্ষতিগ্রস্ত ইত্যাদি। আইনগত ব্যাখ্যার সুবিধার্থে ধারা ২-এ এ টার্মগুলোর সংজ্ঞা প্রদান করা জরুরী ।

	• **The Motor Vehicles Ordinance 1983 -এর ১৫৯ (অপরাধের বিচারের বিশেষ বিধান) ও ১৬৩ (তাৎক্ষণিক জরিমানা) ধারার বিধান নতুন আইনে পুনঃস্থাপনকরণ:** প্রস্তাবিত খসড়ায় এই দায়িত্ব মোবাইল কোর্টের এখতিয়ারাধিন করা হয়েছে যা মোবাইল কোর্টকে ভারাক্রান্ত করবে। কারণ ইতিমধ্যে এই কোর্ট ১১০ টি আইনের আওতায় কয়েক শত অপরাধের বিচারের দায়িত্ব প্রাপ্ত। • **আচরণ বিধি:** সংশ্লিষ্ট সকলের জন্য সুনির্দিষ্ট আচরণ বিধি প্রণয়ন ও তার ব্যাখ্যা আইনে অর্ন্তভূক্ত করার জন্য সুপারিশ করা যাচ্ছে। • **অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তি:** যাত্রী, যাত্রী প্রতিনিধি, যাত্রী সংগঠন বা একই উদ্দেশ্যে গঠিত অন্যান্য সামাজিক বা সড়ক নিরাপত্তায় নিয়োজিত সংগঠন সমূহের যাত্রী স্বার্থবিষয়ক অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তির ব্যবস্থা করার জন্য আইনে স্পষ্ট বিধান অর্ন্তভূক্ত করতে সুপারিশ করা যাচ্ছে। • **সড়ক নিরাপত্তা তহবিল:** সরকার ও যাত্রী সাধারণের অংশগ্রহণে সড়ক নিরাাপত্তা তহবিল গঠন করতে সুপারিশ করা যাচ্ছে। • যাত্রী ছাউনী, ওভারপাস, আন্ডারপাস, জেব্রাক্রসিং, বাস স্টপেজ, ফুটপাথ, বাস টার্মিনালের স্থান নির্ধারন, স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণ কমিটিতে মালিক-শ্রমিক প্রতিনিধিত্ব ছাড়াও যাত্রী প্রতিনিধিত্বের বিধান অর্ন্তভূক্ত করার প্রস্তাব করা যাচ্ছে। এ ছাড়াও মহাসড়কে চালক ও পরিবহন শ্রমিকদের জন্য প্রয়োজনীয় বিশ্রামাগার নির্মাণ সংক্রান্ত আইনি কাঠামো প্রণয়ন করা।

সুপারিশ ৪

বিষয়	সুপারিশ
দুর্ঘটনা তদন্ত ব্যবস্থাপনার আধুনিকায়ন - দুর্ঘটনা মামলার ক্ষেত্রে বিশেষায়িত তদন্ত পদ্ধতি প্রয়োজন। কারণ প্রকৃতিগত দিক থেকে এর তদন্ত প্রক্রিয়া অন্যান্য ফৌজদারি মামলা থেকে ভিন্ন। এখানে কারিগরি বৈজ্ঞানিক সহায়ক যন্ত্রপাতি ও বিশেষায়িত দক্ষতা গুরুত্বপূর্ণ।	• কাজেই এই আইনে অথবা বিধিমালায় দুর্ঘটনা মামলা তদন্ত প্রক্রিয়া সুনির্দিষ্টভাবে অর্ন্তভূক্তরণের সুপারিশ করছি।

সুপারিশ ৫

বিষয়	সুপারিশ
ক্ষতিপূরণ বিষয়াবলী - সড়ক দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তির অর্থনৈতিক ক্ষতির ন্যায়বিচার ও ক্ষতিপূরণের 'যৌক্তিক' মাত্রা নির্ধারণের আইন সুনির্দিষ্ট বিধান থাকা জরুরী।	• **ক্ষতিপূরণ ট্রাইবিউনাল গঠন:** এ ক্ষেত্রে একটি ক্ষতিপূরণ ট্রাইবিউনাল গঠনের কথা বিবেচনা করা যেতে পারে। উল্লেখিত উদ্দেশ্য পূরণের জন্য ট্রাইবিউনাল গঠনের বিষয়টি বিবেচিত হলে- ○ ক্ষতিপূরণের যৌক্তিক মাত্রা নির্ধারণের ক্ষেত্রে ট্রাইবিউনাল নিম্ন লিখিত বিষয়াবলী বিবেচনায় আনা যেতে পারে: ক) ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির বয়স খ) ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির আয় গ) ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির ক্ষতির পরিমাণ। ○ আইনে ট্রাইবিউনালের বিস্তারিত ToR উল্লেখ থাকতে পারে। ○ এ ছাড়াও ট্রাইবুনাল গঠনের নিমিত্তে আন্তর্জাতিক মানদণ্ড অনুসরণ করা যেতে পারে। • **বীমার ক্ষতিপূরণ প্রদান প্রসঙ্গে:** প্রস্তাবিত খসড়া আইনের **ধারা ৪৭** অনুযায়ী, মোটরযানের মালিক, প্রতিষ্ঠান বা পরিচালনাকারীর উপর বীমার ক্ষতিপূরণ প্রদান বাধ্যতামূলক করায় তাদের উপর বোঝা হওয়ার কারণে বিষয়টি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা

	প্রতিষ্ঠানের সাথে আলোচনা ও পর্যালোচনার ভিত্তিতে সুরাহা করার সুপারিশ করা হচ্ছে। ○ প্রস্তাবিত আইনের **ধারা ৪৭ (২)** অনুযায়ী, মালিক বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ক্ষতিপূরণের অর্থ বীমাকারীর নিকট থেকে আদায় করে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি বা তাহার পরিবারকে পরিশোধের বিধানের বিষয়টি অধিকতর বিশ্লেষণের সুপারিশ করা যাচ্ছে।

সুপারিশ ৬

বিষয়	সুপারিশ
পরোপকারীর (Good Samaritans) সুরক্ষা বিধান অর্ন্তভূক্তকরণ - দুর্ঘটনায় আহতদের সাহায্যকারীগণের **(Good Samaritans)** আইনগত সুরক্ষা নিশ্চিত করার জন্য বিদ্যমান আইনে কোন বিধান নেই।	• কাজেই অত্র আইনে সাহায্যকারীগণের **(Good Samaritans)** আইনগত সুরক্ষা নিশ্চিত করতে একটি পৃথক অধ্যায় বা ধারা অর্ন্তভূক্তকরনের প্রস্তাব করা হচ্ছে।

সুপারিশ ৭

বিষয়	সুপারিশ
বিধি তৈরিতে সকল অংশীজনের অন্তর্ভুক্তিকরণ - আইন তৈরি হওয়ার পর বিধি তৈরিতে বিলম্ব হলে আইনের উদ্দেশ্য ব্যাহত হয়। কাজেই আইনটির সাথেই অথবা খুব দ্রুত আইনের বিধি তৈরি করা জরুরী।	• বিধিমালা প্রস্তুতপর্বে সংশ্লিষ্ট অংশীজনের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণে সুনির্দিষ্ট বিধান এই আইনে সংযুক্ত করার **সুপারিশ** করা হচ্ছে।

সুপারিশ ৮

বিষয়	সুপারিশ
জেন্ডার পরিপ্রেক্ষিত	• পরিবহন সেক্টরে নারীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি জন্য আইনে ইতিবাচক পদক্ষেপ মূলক বিধান অর্ন্তভূক্ত করা যেতে পারে • পরিবহন কমিটি সহ সকল কমিটিতে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য আইনে নারী সদস্যের জন্য কোটার বিধান রাখা যেতে পারে • সকল পরিবহন স্থাপনা নারী, শিশু ও প্রতিবন্ধী বান্ধব করার বিধান রাখা যেতে পারে • সংশ্লিষ্ট সকলের আচরণ আইনটি বিধিতে যৌন হয়রানি প্রতিরোধের বিষয়াবলী অর্ন্তভূক্ত করার বিধান রাখা রাখা যেতে পারে • প্রণিত (প্রণিতব্য) সকল ফর্মে পুরুষ ও নারী ছাড়াও তৃতীয় লিঙ্গের উল্লেখ করার বিধান রাখা যেতে পারে

সুপারিশ ৯

বিষয়	সুপারিশ
বিবিধ	• **পরিবহন কমিটি:** সংশ্লিষ্ট সকলের অধিকার ও মতামত প্রতিফলনের স্বার্থে সড়ক ব্যবহারকারী, সড়ক নিরাপত্তা সংগঠন, কর্মী, এনজিও, যাত্রীদের প্রতিনিধিত্বকারী সংগঠন এবং অন্যান্য অংশীজন (স্টেইকহোল্ডার) দের এই কমিটিতে অর্ন্তভূক্ত করতে সুপারিশ করা যাচ্ছে। • **সড়ক নিরাপত্তা কমিটি:** জাতীয়, বিভাগীয়, জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে সড়ক নিরাপত্তা কমিটি গঠন করার স্পষ্ট বিধান আইনে অর্ন্তভূক্ত করার সুপারিশ করা যাচ্ছে। এবং সংশ্লিষ্ট অংশীজনের অংশগ্রহণমূলক প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করার বিধান প্রণয়ন করা যেতে পারে।